প্রথম আলো

তারিখ 24 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রশ্নপত্রে ভুল

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও ভুল!

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রশ্নপত্রে ভুলের ঘটনায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আবদুল মান্নান নামে একজন সহকারী উপজেলা কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার কথা জানিয়েছে। তবে এই নামে কোনো কর্মকর্তার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্রে বাক্যগঠন থেকে শুরু করে অনুবাদ ও শব্দে অনেক ভুল ছিল। সিলেট ও নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের প্রশ্নপত্র অনুবাদের দায়িত্বে গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরের সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল মান্নান ছিলেন বলে জানায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। বিভিন্ন মহলের ব্যাপক সমালোচনার মুখে ওই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার কথা বলা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল *প্রথম আলো*কে বলেন, ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে সাদুল্লাপুরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওই নামে সেখানে কোনো সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নেই। তবে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে আবদুল মান্নান নামে একজন সহকারী ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন। ওই রিসোর্স সেন্টারের ইনস্ট্রাক্টর আবু সাঈদ মো. রমজান আলী *প্রথম আলো*কে বলেন, আবদুল মান্নান নামে একজন সহকারী ইনস্ট্রাক্টর বছরখানেক আগে এখান থেকে বদলি হয়ে অন্যত্র গেছেন।

পরে এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) থেকে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই ওই কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের প্রশ্নও পরীক্ষার আগে ফেসবুকে পাওয়া যায় বলে একাধিক অভিভাবক জানিয়েছেন। কোনো কোনো অভিভাবক পরীক্ষার আগে পাওয়া

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ব্যবস্থা নিতেও ভুল!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রশ্ন ফেসবুকে তুলে দেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে ময়মনসিংহে অবস্থিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। নির্ধারিত প্যানেলভুক্ত শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রথমে ছয়টি বিষয়ের প্রতিটির জন্য ৬৪ সেট প্রশ্ন করা হয়।

প্রথমে বাংলায় প্রশ্নগুলো করা হয়, পরে অনুবাদ করে ৬৪ সেট ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্র করা হয়। সেখান থেকে বাংলায় ৩২ সেট ও ইংরেজি ভার্সনের জন্য ৩২ সেট প্রশ্ন বাছাই করা হয়। সেগুলো পরে সিলগালা প্যাকেটে করে পাঠানো হয় বিজি প্রেসে। সেখানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, নেপ ও বিজি প্রেসের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আট সেট প্রশ্নপত্র লটারির মাধ্যমে বাছাই করে ছাপা হয়। বাকি প্রশ্নপত্র সেখানেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। পরে ওই আট সেট প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের পরীক্ষা নেওয়া হয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ এফ এম মনজুর কাদির *প্রথম আলো*কে বলেন, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা প্রশ্নপত্র দেখতে পারেন না। শুধু যাঁরা প্রশ্ন প্রণয়ন করেন, তাঁরাই তা দেখতে পারেন। এখন এই ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ভুল আর না হয়, সে বিষয়ে তাঁরা এখনই ব্যবস্থা নেবেন।